যুগান্তর

তারিখ ... 18. JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ১...৩ কলাম ২ ... .

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি শুরু আজ

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম আজ শুরু হচ্ছে। সরকার প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ২২ জুন পর্যন্ত প্রথম তালিকা থেকে ভর্তি করা হবে। অপেক্ষমাণ তালিকায় ভর্তি শুরু হবে ২৫ জুন।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, একেকটি কলেজ ও মাদ্রাসায় যে ক'টি আসন আছে, প্রথম তালিকায় সেই ক'জন শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত কলেজগুলোর মধ্যে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি শুরু আজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পছন্দের যে কোনো একটিতে ভর্তি হবে। একজন শিক্ষার্থী একাধিক কলেজে চান্স পেয়ে থাকলেও ভর্তি না হওয়া (কলেজের) আসনগুলো শূন্য দেখানো হবে। অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা ওইসব শূন্য আসনে ভর্তি হবে।

শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য ইতিমধ্যে সরকার ভর্তি নীতিমালা জারি করেছে। বৃহস্পতিবার অনলাইনে ভর্তির নির্দেশিকা জারি করা হয়। এ নির্দেশিকায় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আলাদা করণীয় বলা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর করণীয়, চান্স পাওয়া কলেজগুলো সম্পর্কে আগেভাগে তথ্য নেয়া। এরপর ভালোভাবে বুঝেশুনে যে কোনো একটিতে ভর্তি হওয়া। কেউ একাধিক কলেজে ভর্তির টাকা জমা দিলে সে বিপদে পড়বে। কেননা একটির বেশি কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে না। ভর্তি হতে কলেজের ভর্তি কমিটির কাছে নিজের মোবাইলে পাওয়া পিন নম্বর দেবে শিক্ষার্থী। কোটায় ভর্তি হতে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে। কেউ একটি কলেজে ভর্তির পর তা বাতিল করতে চাইলে ২২ জুনের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

ভর্তিতে কলেজের করণীয় ও দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর তথ্য ভর্তির পর অনলাইনে (পিন নম্বরসহ) নিশ্চায়ন করতে হবে। নইলে ভর্তি সম্পন্ন হবে না। আসনটি শূন্য দেখানো হবে। কোটার শিক্ষার্থীর কাগজপত্রও ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। এ ধরনের ভুলের সৃষ্টি হলে এর দায়িত্ব কলেজকে বহন করতে হবে। কেউ ভর্তি বাতিল করতে চাইলে অনলাইনে গিয়ে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় কলেজ সম্পন্ন করবে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাক্রম অনুসরণ করে করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রথম তালিকায় ভর্তি শেষ ২২ জুন। এরপর আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে অপেক্ষমাণ তালিকায় ২৫ থেকে ২৭ জুনের মধ্যে ভর্তি করা হবে। অবশিষ্ট আসনে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির সময় ২৮ থেকে ৩০ জুন। ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই। প্রসঙ্গত, প্রকাশিত ফল ভর্তির ওয়েবসাইটে (www.xiclassadmission.gov.bd) পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষার্থী রোল নম্বর, বোর্ডের নাম, পাসের সন ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে ফল জানতে পারছে।

বিপদে পড়ার আশংকা যেখানে : অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির আশায় থাকলে বিপদে পড়ার আশংকা আছে। কারণ প্রথম তালিকায় ভর্তির কাজ শেষে সরকার অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করবে। কিন্তু কোনো কলেজে যদি আসন খালি না থাকে, তাহলে অপেক্ষমাণ তালিকার কেউ আর ডাক পাবেন না।

ভর্তি ফি : ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী সেশন ফিসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১ হাজার টাকা। পৌর (জেলা সদর) ২ হাজার টাকা। ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩ হাজার টাকা। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সেশন ফি'সহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে ৫ হাজার টাকা। আধা এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে এ ফি ৮ হাজার এবং ইংরেজি ভার্সনে ১০ হাজার টাকা নেয়া যাবে। কোনোভাবেই উন্নয়ন ফি ৩ হাজারের বেশি হবে না। সব ধরনের ফি রসিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

অনলাইনের ফল দেখে ভর্তি : এবার মূল ট্রান্সক্রিপ্ট দেখে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাচ্ছে না। ট্রান্সক্রিপ্ট এখনও প্রস্তুত না হওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এ কারণে অনলাইনে দেয়া ফল দেখে কলেজগুলোকে ভর্তির কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার যুগান্তরকে জানান, 'আমরা টাকশালকে (মুদ্রা ছাপানোর সরকারি প্রতিষ্ঠান) দিয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করাই। কিন্তু কাগজের সরবরাহ না থাকায় তারা ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করতে পারেনি।'